বিএসএমএমইউকে সেন্টার অব একিলেন্সে পরিণতকরণ ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন
মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শন শেষে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সন্তোষ প্রকাশ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হবে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার প্রাণ কেন্দ্রঃ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ ২য় পর্যায় প্রকল্পের কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওয়তায় ইতিমধ্যে কেবিন ব্লকের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, পাঁচতলা পর্যন্ত দু'টি সর্বাধুনিক বর্হিবিভাগ নির্মাণ, ৫তলা বিশিষ্ট ডক্টরস ডরমেটরিস নির্মাণ, সর্বাধুনিক মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টার এবং ৫তলা বিশিষ্ট অনকোলজি ভবন নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। শুধুমাত্র বর্জ্য অপসারণ প্লান্ট-এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে, এ কার্যক্রমও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আজ বুধবার ১০ জানুয়ারি ২০১৮ইং তারিখ, বিকেল ৪টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি এ প্রকল্পের আওতাধীন হোটেল শেরাটনের বিপরীতে মিন্টু রোডে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টার পরিদর্শন করেন। এর আগে বিকেল ৪টায় মাননীয় মন্ত্রী সর্বাধুনিক মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টারে পৌঁছালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টারের বিষয়ে বিস্তারিত মাননীয় মন্ত্রীকে অবহিত করেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ ২য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু নাসার রিজভী। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম এমপি যথাসময়ে আন্তর্জাতিক মানের মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টার সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আশাকরি, আগামী তিন মাসের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টারটির শুভ উদ্বোধন করবেন। এ ধরণের একটি মেডিক্যাল মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টারের খুবই প্রয়োজন ছিলো। বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে যোগ দিতে প্রতিনিয়ত বিদেশীরা আসছেন। তাঁদের জন্যও এটা কাজে লাগবে। মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আন্তরিক। বাংলাদেশ সরকার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও কোরিয়ান সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এন্ড সুপার সেম্পশালাইজড হসপিটাল। এর লক্ষ্য হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার সাথেসাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার প্রাণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য, সেন্টার অব এক্সিলেন্সে পরিণতকরণ ২য় পর্যায় প্রকল্প ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয়েছে ও ডিসেম্বর ২০১৭-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। নির্ধারিত সময়েই সময়েই এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় হলো প্রায় ৫২৬ কোটি (৫ শত ২৫ কোটি ৫৭ লাখ ৯৮ হাজার টাকা) টাকা। এরমধ্যে গত বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রায় ২০ টাকা সাশ্রয় সাপেক্ষে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সার্জারি অনুষদের ডীন অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আব্দুল্লাহ আল হারুন, সিন্ডিকেট মেম্বার অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এস এম মোস্তফা জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী একেএম হাবিবুর রহমান, চীফ এস্টেট অফিসার ডা. এ কে এম শরীফুল ইসলাম, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

বিএসএমএমইউতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন

আজ ১০ জানুয়ারি ২০১৮ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সকাল ১০টায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের নীচে স্থাপিত জাতির জনকের মূর্যালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খানের নেতৃত্বে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও কর্মচারীবৃন্দ পুষ্পস্তবক অপর্ণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শহীদুল্লাহ সিকদার, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোঃ আলী আসগর মোড়ল, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল হান্নান, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, পরিচালক (পরিদর্শন) অধ্যাপক ডা. একেএম সালেক, পরিচালক (মানবসম্পদ) ডা. জামাল উদ্দিন খলিফা, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মোঃ আব্দুস সোবহান, পরিচালক (অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ) অধ্যাপক ডা. মোঃ মনিরুজ্জামান খান, সিন্ডিকেট মেম্বার অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমেদ, কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, নাক কান গলা বিভাগের অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহুরুল হক সাচ্চু, উপ-রেজিস্ট্রার ডা. শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।